১৬

তারিখ 16 MAY 1997
পৃষ্ঠা 10 কলাম 5

দৈনিক সংবাদ

কেন পড়ি রাতের বেলায়

শিহাবউদ্দিন

'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন কর।' – সত্যিই লেখাপড়ার কোন বয়স নেই। কোন সময়-অসময় নেই। যখন খুশি ইচ্ছে মত সময় বের করে নিলেই হল। ঢাকা নগরীতে রাতের বেলাও বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করছে। রাতে আসুন দেখা থাক রাতের পড়াশোনার বিভিন্ন দিক।

রাতে পড়ার প্রতিষ্ঠানসমূহ ঃ রাতের পড়াশোনার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে। এখানে প্রায় ১২ হাজার ছাত্রছাত্রী ১৯টি বিষয়ে মাস্টার্স করছে। ১৯৭২ সাল থেকেই এই প্রতিষ্ঠানে রাতের শিফ্ট চালু হয়। এছাড়াও ঢাকার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের কলেজগুলো যেমন তেজগাঁও কলেজ, আবুজর গিফারী কলেজ এগুলোতে রাতে পড়াশোনার সুযোগ আছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোর পরে রাতের ছাত্রছাত্রীদের একটি বড় অংশ পড়াশোনা করে ঢাকার ল' কলেজগুলোতে। এই নগরীতে ৯টির মত ল' কলেজ রয়েছে। এগুলোতে ছাত্রছাত্রীরা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পড়াশোনা করে। ল' কলেজগুলোতে ২ বছর মেয়াদী এলএলবি কোর্স করানো হয়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স পর্যায়ের এলএলবি'র সাথে এই এলএলবি'র কিছুটা পার্থক্য আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এলএলবি হচ্ছে স্নাতক পর্যায়ের আর ল' কলেজগুলোর এলএলবি হচ্ছে স্নাতকোত্তর।

এছাড়াও আইসিএমএতেও বেশ কিছু শিক্ষার্থী নৈশকালীন ক্লাস করে থাকে। এটিও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ডিগ্রি। যে কেউ গ্রাজুয়েশান সম্পন্ন করার পর এখানে ভর্তি হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে তাকে কমপক্ষে ২য় শ্রেণীতে স্নাতক পাস করতে হবে। এ প্রতিষ্ঠানে বছরে দু'বার, নভেম্বর-ডিসেম্বর এবং মে-জুনে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। এখানে সিলেবাসটি ৫টি পর্যায়ে বিভক্ত। একেকটি লেভেলে ৪০০ নম্বর করে সর্বমোট ২০০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হয়।

ঢাকা ছাড়াও রাজশাহী, চট্টগ্রাম খুলনা, কুমিল্লা ও বরিশাল ও আইসিএমএ'র শাখা রয়েছে। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউট এবং ভাষা ইন্সটিটিউটে সান্ধ্যকালীন পড়াশোনার ব্যবস্থা আছে। শিক্ষা ও গবেষণা ইন্সটিটিউটে বি,এড অনার্স ও এমএড কোর্সে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। এমএড সান্ধ্য শাখায় এখানে প্রত্যেক সেশনে ১০০ ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করা হয়। এখানে এমএড কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে বয়সের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে প্রার্থীর স্নাতক ও বিএড ডিগ্রি থাকতে হবে। এমএড-এ কোর্সের সংখ্যা ২৫টি। সময় দশ মাস। ১৫টি কোর্সে ১০০ নম্বর করে সর্বমোট ১৫২০ নম্বর। ফলে ছাত্রছাত্রীদের সারাবছরই অ্যাসাইনমেন্ট, পরীক্ষা, পড়াশোনা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। সাধারণত সারা দিনে চাকরি বা অন্য কিছু করেন তারাই এখানে রাতের কোর্সে ভর্তি হন।

ভাষা ইন্সটিটিউটে সাধারণত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব ছাত্রছাত্রী তাদের মাতৃভাষা ছাড়াও অন্য আরও ভাষা রপ্ত করতে চায় তাড়াই পড়াশোনা করে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থেই এখানে সান্ধ্যকালীন ক্লাস নেয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানে বাংলা ছাড়াও ইংরেজি, আরবী, ফারসী, জার্মান ইত্যাদি বেশ কয়েকটি ভাষা শিক্ষার সুযোগ আছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ঃ যেখানে নেয়া হয় নৈশ কালিন ক্লাস।

কারা পড়ে ঃ নগরীর রাতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ঘুরে এক ব্যতিক্রমী চিত্র দেখা গেছে। এগুলোতে মোটামুটি সব পেশার, সবশ্রেণীর, সব বয়সী ছাত্রছাত্রীই রয়েছে। ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, স্কুল শিক্ষক, এনজিও কর্মী, গৃহবধূ এরা সবাই এসব প্রতিষ্ঠানে একত্রে ক্লাস করেন, একত্রে বসে আড্ডা মারেন।

রাতে কেন পড়ি? যারা রাতের বেলা পড়াশোনা করছেন, তারা কেন দিনের বেলা করছেন না? রাতের শিফটকে তারা কেন বেছে নিলেন এই প্রশ্নগুলো নিয়ে মুখোমুখি হয়েছিলাম রাতের ক্যাম্পাসের কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর।

দৃশ্যপট-১, স্থান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ঘড়ির কাঁটা, কিছুক্ষণ আগে ৮টার ঘর পেরিয়ে গেছে। অনেকেই দল বেঁধে মেইন গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন। আবার কেউ কেউ এখনও ঢুকছেন। ক্যাম্পাসের মূল চত্বর, বাণিজ্য অনুষদের সিঁড়ির গোড়া, মিলন হ'ল চত্বরে এখানে-সেখানে ছাত্রছাত্রীদের ছোট ছোট জটলা দেখা যাচ্ছে। গোল হয়ে বসে সবাই আড্ডায় মশগুল। দেখে মনে হয় আড্ডাই এই মুহূর্তে তাদের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। এমনি এক আড্ডায় বন্ধুদের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান শেষ বর্ষের ছাত্রী সায়মা সুলতানা। পেশায় গৃহিণী। রাতে কেন পড়েন? এই প্রশ্ন রাখতেই জানালেন -"খুব ছোটবেলা থেকেই ইচ্ছে ছিল মাস্টার্স কমপ্লিট করে স্বাবলম্বী হবার। মাঝখানে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় বছর চারেকের জন্য পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটে। তাছাড়া দিনের বেলায় স্বামী-সন্তান-সংসার সবকিছু গুছিয়ে সময় করে উঠতে পারি না। তাই রাতের পড়াশোনাকেই বেছে নিলাম।

মাহবুবুল 'আলম ইংরেজিতে মাস্টার্স করছেন। রাতে পড়ছেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন- "অনার্স কমপ্লিট করার পরই একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মোটামুটি ভাল বেতনের একটি চাকরি পেয়ে যাই। পরে চাকরিটি আর ছাড়তে ইচ্ছে হলো না। এদিকে পড়াশোনাও শেষ করা দরকার। সেজন্যেই রাতের ক্লাসে ভর্তি হলাম।' নিজের পড়াশোনার খরচ নিজেই চালাচ্ছি। উল্টো প্রয়োজনের সময় ফ্যামিলিকেও সাহায্য করতে পারছি।

আরেফিন সরকার দশ বছর আগে বিএ পাস করেছেন। চাকরি করেন পানি উন্নয়ন বোর্ডে। তিনি জানালেন- তার একটি প্রমোশন দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে আছে, M.A. পাসের অভাবে। তাই সার্টিফিকেট জোগাড়ের জন্যই তিনি ইসলামের ইতিহাসে প্রাইভেটে এমএ দিচ্ছেন।

ধোলাইখালে ছোটখাট একটি লোহা-লক্কড়ের কারখানার মালিক সাইফুর রহমান। জগন্নাথে ব্যবস্থাপনায় এমকম পড়ছেন। তিনি বললেন, "দিনের বেলায় ফ্যাক্টরি চালিয়ে -পড়ার সময় ম্যানেজ করা সম্ভব হয় না। সেজন্যই রাতের ক্লাসে এসেছি।"

দৃশ্যপট দুই-স্থান ঃ আইসিএমএ ভবন। সন্ধ্যা ছটা বেজে দশ মিনিট। ছাত্রছাত্রীরা দু'একজন করে আলাদা আলাদাভাবে বসে কাজ সেরে নিচ্ছেন। এখানে পড়ছেন মাহমুদুল হক। কেন এই রাতের পড়াশোনা-জিজ্ঞেস করলাম তাকে। জানালেন-- "একটি প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করছি। যে বেতন পাই তাতে চলা খুবই কষ্টকর। আরও ভালও চাকরি পাবার আশাতেই এখানে কোর্স করছি। আর ক্লাসগুলো যেহেতু বিকেলের দিকে শুরু হয় সেজন্য কোন সমস্যা হয় না।"

এখানে বেশ ক'জন ছাত্র পাওয়া গেল, যারা দিনের বেলা সময়টাকে শেয়ার বাজারে কাজে লাগিয়ে থাকেন। তারা বলেন, "আমাদের ক্লাস যেহেতু রাতে হয় সেজন্য দিনের বেলায় শেয়ার ব্যবসা আমাদের জন্য সুবিধাজনক। আর আমরা কিছুটা হলেও ব্যবসা বুঝি। তাই ঘরে বসে থেকে কি লাভ?

দৃশ্যপট তিন, স্থান ঃ ধানমন্ডি ল' কলেজ। নাসরিন জাহান এই কলেজে আইন বিষয়ে পড়ছেন। তিনি একজন সরকারি চাকুরে। রাতে কেন পড়ছেন- এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "সার্ভিস ল' এবং অন্য ল'গুলো জানার জন্যই এখানে পড়ছি। আর দিনে যেহেতু চাকরি করি তাই রাতেই পড়তে হচ্ছে।"

প্রচন্ড আগ্রহ এবং ইচ্ছা থাকলে কোন বাধাই যে বাধা হিসেবে কাজ করতে পারে না তার প্রমাণ এই রাতের ছাত্রছাত্রীরা। জীবনের শত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করেও তারা ঠিকই পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে। রাতের শিফটে পড়াশোনার এ সুযোগ আরও বৃদ্ধি করা হোক, যাতে আরও অনেকেই এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারেন। পৌছে যেতে পারেন স্বপ্নের শিখরে।